মোস্তাফা জব্বার

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাস্তবভিত্তিক সিলেবাস অপরিহার্য

সরকার ১৯৯৬ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীসমূহের পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এই প্রথমবারের মতো এমন যুগান্তকারী একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য, খোল-নলচে পাল্টে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই আমূল পরিবর্তন আনার জন্য যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার সাফল্য নির্ভর করে বাস্তবে পাঠক্রমে কি পরিবর্তন আনা হলো এবং পাঠক্রম অনুসারে কি ধরনের পাঠ্য পুস্তক প্রণীত হলো তার উপর।

নতুন সিলেবাস

সম্প্রতি কমপিউটার বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তাবিত এই সিলেবাসটিসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠক্রম সংক্রান্ত এই কমিটির প্রতিবেদনের প্রথম বাক্যটি হলো, "আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে কর্মমুখী ও উপার্জনমুখী করার গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিমার্জন ও নবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।"

বলা হয়েছে যে, "উন্নয়ন ও পরিমার্জন করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য নতুন পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।"

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, "কমপিউটার বিজ্ঞান দ্রুত বিকাশমান বিষয়। গত এক দশক হতে অতি দ্রুত গতিতে এই বিষয়ের পাঠক্রমের সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে। কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কমপিউটার বিজ্ঞান সিলেবাস কিছুটা সেকেলে হয়ে পড়েছে।"

কমিটির মতে বর্তমান সিলেবাসে অন্ততঃ পাঁচটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার মধ্যে আমি দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

১) অনেক আধুনিক ও বহুল ব্যবহৃত বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয়।

২) পাঠক্রমের মান অন্যান্য দেশের অনুরূপ পাঠ্যক্রমের তুলনায় নিম্ন স্তরের।

কমিটি যখন এতো সচেতনভাবে একটি বিদ্যমান পাঠক্রমকে অনুধাবন করতে পারে তখন সিলেবাসটি কত উন্নত হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

বাস্তবে কিন্তু ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে বিপরীত।

কমিটি যে সিলেবাসটি প্রণয়ন করেছে তা বস্তুত পূর্ববর্তী সিলেবাসের নবায়ন মাত্র। সিলেবাসে বিগত সিলেবাসের বাইরে নতুন এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা বহুল ব্যবহৃত। বরং প্রযুক্তি বাছাই-এর ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা কমপিউটার জগতের সর্বশেষ ও বহুল ব্যবহৃত বিষয়াদি গ্রহণ করেছেন একথা বলা যাবেনা।

প্রথমতঃ কমিটি যে মনে করছে বর্তমান পাঠক্রমে অনেক আধুনিক ও বহুল ব্যবহৃত বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয় তার বিপরীতে তারা কি আদৌ কোন চেষ্টা করেছেন? আমার পর্যবেক্ষণ হলো, না। কমিটি তাদের প্রস্তাবিত সিলেবাসে বর্তমানে প্রচলিত সিলেবাসের বিষয়বস্তুর সামান্যতম পরিবর্তনও করেনি।

ডস এবং একমাত্র ডস

বর্তমান সিলেবাসের মূল পঠিত বিষয় হলো ডস। যেখানে যা কিছুই বলা হয়েছে তাতে একমাত্র ডসের সাহায্যেই কমপিউটার চর্চার কথা বলা হয়েছে। যা আগে ছিলো তা এখনো আছে। আমি মেকিন্টোস বা অন্য প্লাটফরমের কথা বলবো না। যদি আইবিএম পিসির কথাও বলি তবে একথা বলতে হবে যে, সারা দুনিয়াতে ডস নামক অপারেটিং সিস্টেম-এর মরণ-ঘন্টা বেজে উঠেছে। এখন থেকে মাত্র এক মাসেরও কম সময়ে আগষ্ট ১৯৯৫-তে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ-৯৫ খোলাবাজারে বিক্রি শুরু হলে আইবিএম পিসি চালাতে ডসের আদৌ কোন প্রয়োজন হবে না। পৃথিবীর কোন নতুন কম্পিউটারে এখনই শুধু ডস থাকছে না। আইবিএম, ডিজিটাল, প্যাকার্ড বেল, কম্পাক, ডেল, এসার সহ সারা দুনিয়ার কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন ইন্সটল করে দিচ্ছে ডস এবং উইন্ডোজ। আগষ্ট থেকে তারা তাদের প্রতিটি কম্পিউটারে উইন্ডোজ-৯৫ ইন্সটল করে দেবে। বস্তুত আগষ্ট ১৯৯৫-এর পর আইবিএম পিসির অপারেটিং সিস্টেম হবে কেবলমাত্র উইন্ডোজ-৯৫। উল্লেখ্য, উইন্ডোজ-৯৫ চালানোর জন্য ডস-এর প্রয়োজন হয়না। উইন্ডোজ-এর জন্য ডসের প্রয়োজন হলেও উইন্ডোজ-৯৫ এককভাবে নিজে চলে এবং ডসের এপ্লিকেশনসমূহও তাতে চালানো যায়। ১৯৯৬ সালে যে সব ছাত্র-ছাত্রী এই সিলেবাস অনুযায়ী তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করবে এবং ২০০০ সালে এইচএসসি পাশ করবে তাদের সিলেবাসে কি ডস থাকা উচিত, না উইন্ডোজ-৯৫ থাকা উচিত? আমি জানিনা এই প্রশ্নের জবাব সিলেবাস কমিটি কিভাবে দেবেন।

যে সব কারণে সিলেবাসে ডসের বদলে উইন্ডোজ-৯৫ থাকা উচিত তা হলো:

১) ডস মৃতপ্রায়, উইন্ডোজ-৯৫ নতুন প্রজন্মের অপারেটিং সিস্টেম।

২) ডস ১৬ বিট অপারেটিং সিস্টেম। উইন্ডোজ-৯৫ একটি ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেম এবং তাতে আগামী দিনের এপ্লিকেশন প্রোগ্রামও চালানো সম্ভব। ডসে ৩২ বিটের কোন এপ্লিকেশন চালানো সম্ভব নয়।

৩) ডসে কেবল ডসভিত্তিক এপ্লিকেশনই চালানো সম্ভব। অন্য কোন অপারেটিং সিস্টেমের এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এতে চালানো যায় না। উইন্ডোজে ডসের এপ্লিকেশনও চালানো যায়। সুতরাং অপারেটিং সিস্টেম বদলের ফলে এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বদলানোর প্রয়োজন হয় না।

৪) ডস কমান্ড ও টেক্সটভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। ফলে ডস শেখা কঠিন। উইন্ডোজ-৯৫ চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। ফলে উইন্ডোজ অতি সহজে শেখা সম্ভব।

৫) ডসের সাথে অন্য কোন অপারেটিং সিস্টেমের মিল নেই। উইন্ডোজের সাথে মেকিন্টোস ও চিত্রভিত্তিক বেশ কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের মিল আছে।

৬) ডসের কোন আপগ্রেড ভবিষ্যতে আর হবেনা। উইন্ডোজ-৯৫, উইন্ডোজ এনটি, পাওয়ার ওপেন (এটি একটি ইউনিক্স সিস্টেম), মেকিন্টোসসহ সকল অপারেটিং সিস্টেম সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৭) ডসের আওতায় নতুন কোন এপ্লিকেশন বাজারে আসছেনা। সকল এপ্লিকেশন উইন্ডোজে আসছে।

৮) পেন্টিয়াম, পি-৬ এসব সিপিইউতে ডস চালানোর মতো অপচয় আর কিছু হতে পারেনা।

৯) ডসের এপ্লিকেশনের চেয়ে উইন্ডোজের এপ্লিকেশনরে ক্ষমতা হাজার গুণ বেশী।

১০) ২০০০ সালে ডস খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

আমাদের সিলেবাস কমিটি এতোই সচেতন যে তাদের সিলেবাসে উইন্ডোস সম্পর্কে একটি শব্দও নেই।

যেহেতু সিলেবাস কমিটি ডস ছাড়া অন্য কোন কিছুর কথা মনেই রাখেন নি সেহেতু তাদের অবশিষ্ট সকল কিছু একই আবর্তে আবর্তিত হয়েছে।

কঠিনতম সিলেবাস: এসো দূরে থাকি

সিলেবাসের আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় স্তরেই সিলেবাসটিকে ভয়াবহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বাইনারি অঙ্ক, ফ্লুলিয়ান এলজাবরা ও প্রোগ্রামিং লেঙ্গুয়েজের যে সব বিষয় রাখা হয়েছে, তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা আদৌ এই বিষয়টি পড়বে কিনা -আমার সন্দেহ আছে। সিলেবাস বা বই লেখেও অষ্টম শ্রেণী পাশ করা কোন শিক্ষার্থী এই বিষয় পড়তে চাইবে বলে মনে হয়না। আমি ডঃ লুৎফর রহমানের বইটি দেখিয়ে কিছু অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমরা নবম শ্রেণীতে কমপিউটার শিখতে চাও। তারা সবাই জবাব দিয়েছে, অবশ্যই। বইটি তাদের হাতে দিতেই তারা শতকরা ১০০ জন বলে দিলো এটা আমরা বুঝবো না। অপশনাল বিষয় হিসেবে এটা নিয়ে কি করবো? মনেতো হয়না ৪০ নাম্বার পাবো। আমি মনে করি বিশেষত নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভয় ধরিয়ে দেয়া ঠিক হবেনা। সিলেবাসের পুনর্বিন্যাস এমনভাবে করা উচিত যাতে ওরা আগ্রহের সাথে এই বিষয়টি পড়তে আসে। নবম শ্রেণী থেকেই তাদের কমপিউটার বিশেষজ্ঞ বানাতে চাইলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু বিষয়টি বাস্তব সম্মত নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। নবম-দশম শ্রেণীর কমপিউটার বিষয়ক সিলেবাস হবে এন্ট্রি লেভেলের। এখানে প্রোগ্রামিং, বাইনারি এলজাবরা ও হাই লেভেল প্রোগ্রামিং এর এন্ট্রি লেভেলের আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেই তাদের প্রোগ্রামার বানানোর চেষ্টা হবে সবচেয়ে অবাস্তব এবং ব্যর্থ প্রয়াস।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অবস্থা আরো করুণ। এখানে পাসক্যাল, ডিজিটাল লজিক, সিস্টেম

(বাকী অংশ ২০নং পৃষ্ঠায়)

প্রস্তুতকৃত কমপিউটার পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এমনকি আমেরিকায় পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। তাইওয়ানের কথাই ধরুন। দেশটি গত বছর ১১৫৮ কোটি ডলার মূল্য মানের তথ্য প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদন করেছে। ৩০,৯০,০০০ ইউনিট ডেস্কটপ পিসি এবং ২০,৫৭,০০০ ইউনিট পোর্টেবল উৎপাদন করে দেশটি নিজের চাহিদা পুরণ করে বিশ্ব-বাজারে এক উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে। বিশ্ব-বাজারে ৫২% কি-বোর্ড, ৮০% মাউস, ৫৬% মনিটর এবং ৬১% স্ক্যানার এখন তাইওয়ানে তৈরি হচ্ছে। অন্যান্য সামগ্রীর অংশও বিরাট। এখন নিজেদের প্রয়োজনে এশিয়ানরা যদি নিজেদের পণ্য ব্যবহার করে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে আমেরিকার বাঘা বাঘা কমপিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এশিয়ার বিশাল বাজার সামনে রেখে হাত পা গুটিয়ে বসে যে থাকবে না তা ইতিমধ্যে বোঝা গেছে। তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে মুনাফার পরিমাণ কমে গেলেও ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে এশীয় ও আমেরিকান কোম্পানীগুলোর মধ্যে পারস্পারিক দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। এর ফলে এপল, আইবিএম, কম্প্যাকের মতো কোম্পানীগুলো পর্যন্ত কোন নতুন মডেল বাজারে ছাড়ার মুহূর্তে এশিয়ার জন্য আলাদা দাম নির্ধারণ করতে পারছে না। লস এঞ্জেলেসে যে দাম ঐ দামেই হংকংয়ে আমেরিকান ব্রান্ড নামের নতুন মডেলটি পাওয়া যাচ্ছে।

পিসি নিয়ে এখন ব্যাপক উপস্থিতি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র সূত্র হিসেবে সকল কমপিউটার প্রস্তুতকারীর নিকট আদৃত হচ্ছে। তাই সকলে পিসি প্রস্তুতিতে জোর দিচ্ছে। কারণ কমপিউটারের এই ধরনটির ব্যবহারই বাড়ছে ব্যাপক হারে। ব্যক্তিগত পর্যায়েই বলি আর সমষ্টিগতভাবে নেটওয়ার্কিংয়ে ব্যবহারের কথাই বলি এখন পারসোনাল কমপিউটারের জয় জয়কার। যে কারণে ডিজিটাল ও হিউলেট প্যাকার্ড এখন হোম পিসি প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেছে, একটা সময় পর্যন্ত এরা শুধুই মাইক্রো কমপিউটার প্রস্তুত করতো।

এশিয়ার সম্ভাবনাময় বাজারের দিকে দৃষ্টি এখন অনেকেরই। বিশ্বের চতুর্থ ও অষ্টম বৃহত্তম কমপিউটার প্রতিষ্ঠান প্যাকার্ড বেল এবং ডেল এশিয়ায় তাদের পরিবেশক নিয়োগ করছে। একদার ক্লোন প্রস্তুতকারী বিশ্বের এক নম্বর প্রতিষ্ঠান কম্প্যাক তো আগে থেকেই আছে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে কম্প্যাকসহ বিদেশী যে কোন কমপিউটার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ একটু কষ্টকর হচ্ছে।

এশিয়ার দুই প্রধান এসার ও এএসটিও বসে নেই। এসার ইতিমধ্যেই বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম কমপিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের আসন দখল করেছে। এশিয়ার ১৭ টি স্থানে তারা এসেম্বিলি করার ব্যবস্থাও চূড়ান্ত করেছে। এএসটি জোট বেঁধেছে দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসুঙয়ের সাথে। বোঝাই যাচ্ছে তীব্র প্রতিযোগিতায় আগামীতে কমপিউটারের দাম আরো কমবে।

এখন দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়ার বয়োবৃদ্ধরাও কমপিউটার হাতে তুলে নিচ্ছেন। হয়তো তারা নিজেরা তেমন ব্যবহার করেন না কিন্তু তাদের আগ্রহ ও নির্দেশে তাদের প্রভাব বলয়ে বা পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপিউটার ব্যবহৃত হয়। যেমন চীনারা জানে প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে আসীন মধ্যবয়সী বা প্রবীন ব্যক্তিটি শুধুমাত্র সাজিয়ে রাখার জন্যই নিজের টেবিলে কমপিউটার রেখেছেন কিন্তু তিনি রেখেছেন বলেই অন্যরাও ব্যবহারের জন্য কমপিউটার পাচ্ছে। এটিই জরুরি। অনেক চীনা বৃদ্ধ ইংরেজি জানে না কিন্তু তারা কখনো তরুণদের ইংরেজী শেখাকে নিরুৎসাহিত করেনি। যেটি আমরা করছি। যে কারণে দেশের প্রথম কমপিউটারায়িত লাইব্রেরী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়ার কথা হলেও এখন পর্যন্ত সেটি হয়নি, সংসদে কমপিউটারের ব্যবহার বাড়েনি। এমনকি দেশের একমাত্র জাতীয় কমপিউটার প্রতিষ্ঠান দেশের কমপিটারায়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তোষণ, পরচর্চা, পরমুখাপেক্ষিতা আর মোসাহেবী করে দিন গুজরান করছেন আমাদের আমলা ও নীতি নির্ধারকগণ। বিশ্ব দূরে থাক,আশে পাশের দেশে কি ঘটছে তা দেখেও এরা নির্বিকার। কে কি বললো তাতেও তাদের কিছু যায় আসে না। কমপিউটারের সুফল নিয়ে প্রাচ্য যখন উন্নতির পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের অবস্থা তখন এমনি স্থবির।

[লেখাটির কিছু অংশ ১৫ জুন সংখ্যা ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে প্রকাশিত 'দি ইস্ট ইজ ওয়ার্ড' প্রতিবেদনের অনুসৃতি। আগ্রহী পাঠক এই বিষয়ের উপর আরো তথ্য জানতে চাইলে জানুয়ারী '৯২ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ মোঃ আব্দুল কাদের ও নাজীমউদ্দিন মোস্তানের লেখা 'এ ব্যর্থতা সরকারের– এশীয় কমপিউটার শার্দুলদের আসরে মুষিক বাংলাদেশ' নামক প্রতিবেদনটি পড়তে পারেন।]

বাস্তবভিত্তিক সিলেবাস

(২৯নং পৃষ্ঠার পর)

এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে এতো বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষায়তনে কমপিউটার শেখার কোন আগ্রহ দেখাবে বলে মনে হয়না। বরং তারা কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে যাবে উইন্ডোজ-ওয়ার্ড-এক্সেল-ফক্সপ্রো শেখার জন্য।

প্রশ্নের মান বন্টনের ক্ষেত্রেও সাধারণ বিষয়ের চেয়ে এ সব বিষয়কে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই পত্রে নম্বর তোলা কঠিন হয়ে পড়বে। যেহেতু বিষয়টি ঐচ্ছিক সেহেতু ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক নম্বর পাবার আশায় এ ধরনের বিষয় পড়ে থাকে। কিন্তু কঠিনতম অংক ও প্রোগ্রামিং বিষয়াদি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিষয়ের প্রতি ঝুকবে বলে আমি মনে করি না।

আজকের দিনে কমপিউটারকে সহজ করে তোলা হচ্ছে। কমপিউটার ব্যবহার করার জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করার প্রকল্প আজ আর কেউ গ্রহণ করেনা। ফলে সাধারণভাবে কমপিউটার চালাতে জানাই আজকের দিনের বিশেষ কৃতিত্ব। সিলেবাসে ২০ বছর আগে কমপিউটার বিষয়টিকে যেভাবে দেখা হতো এখনো সেভাবেই দেখা হচ্ছে। একটি জরুরী বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। সিলেবাস প্রণেতারা মনে করছেন প্রোগ্রামিং না জানলে কমপিউটার জানা হলো না। আমি মনে করি প্রোগ্রামিং বা উচ্চ স্তরের ভাষা এবং বাইনারি অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে যারা অনার্স লেভেলে অধ্যয়ন করবেন তাদের জন্য রেখে দেয়া উচিত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কমপিউটার শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকে অপশনাল বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করার পর সবাই কমপিউটার বিষয়ে অনার্স পড়বেন বা পড়তে পারবেন, এমন আশা করা বোধহয় ঠিক হবে না। এই স্তরে কম্পিউটারের মৌলিক বিষয়াদি ও প্যাকেজ প্রোগ্রামের উপর গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। কঠিন বিষয়াদি থাকলে লেখাপড়ার মান বাড়ে একথা কি আজকের দিনে বিশ্বাস করা হয়?

এমতাবস্থায় কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে নতুন করে সাজানো উচিত বলে আমি মনে করছি। আমি মনে করি আমাদের উচিত হলো অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কমপিউটার বিষয়ে পড়তে আগ্রহী করে তোলা। আমাদের বিশেষজ্ঞরা যদি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের তাঁদের সম পর্যায়ের মনে করেন তবে কোমলমতি তরুণদের পালাবার পথ থাকবে না। আমি বরং সিলেবাস কমিটির সদস্যদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনাদের প্রণীত সিলেবাস ক'জন শিক্ষক পড়াতে পারবেন?

এখনি যদি এই সিলেবাসের পরিবর্তন না করা হয় এবং যদি আগামী ২/১ বছর আমাদেরকে এই সিলেবাস পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় তবে সন্তানদের জন্য আমাদের করুণা হওয়া উচিত।

কর্মমুখী শিক্ষা নয়

রিপোর্টে বলা হয়েছে সিলেবাস প্রণীত হয়েছে কর্মমুখী শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু সিলেবাস কর্মমুখী শিক্ষার কোন কিছুই নেই। সিলেবাস প্রণেতারা মনে রাখতে পারেন নি, এ দেশে কমপিউটার শিখে কোন ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া যায়। এ দেশে চাকরির বাজারে প্রথম স্থানটি ডিটিপি-র। তারা যদি নাও মানেন তবুও গত আট বছরে মেকিন্টোস ও পিসিতে কম্পিউটারের সর্বোচ্চ সংখ্যক চাকরি তৈরী হয়েছে ডিটিপিতে। এর পরের চাকরির স্থানটি হলো অফিস অটোমেশনের। অফিস অটোমেশনে যা দরকার তা হলো ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশীট, ডাটাবেস। যেহেতু উইন্ডোজ পরিবেশে উন্নততর কাজ করা যায় সেহেতু সেই পরিবেশের এ সব সফটওয়ার শেখানো অত্যন্ত জরুরী। বেসিক শিখে কোন কর্ম এদেশে জুটবে আমি তা জানিনা। পাসক্যাল শিখে কোন কর্মও এ দেশে জুটবে বলে আমি জানিনা। আর যদি জুটেও তবে যেটুকু প্রোগ্রামিং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শেখানো হবে তাতে তো কোন কাজই করা যাবেনা। বরং ডাটাবেস প্রোগ্রামিং শেখানো হলে এদেশে অতি সহজে চাকরি পাওয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব করছি।

মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকতে পারে কমপিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা, ডস ও উইন্ডোজসহ বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে ধারনা ও পরিচালনা পদ্ধতি শেখা, ক্লারিস ওয়ার্কস ও প্রোগ্রামিং সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।

উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম পত্রে কমপিউটার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, কমপিউটার পরিচালনা, উইন্ডোজ-৯৫, ওয়ার্ড, এক্সেল, ফক্স প্রো, ডাটাবেস প্রোগ্রামিং ও এডবি ইলাস্ট্রেটর রাখা যেতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে থাকতে পারে কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, মাল্টিমিডিয়া, ডাটা কমিউনিকেশন ও নেটওয়ার্ক, সংখ্যা পদ্ধতি, বুলিয়ান এলজাবরা ও লজিক গেটসহ কুইক বেসিক এবং হার্ডওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ মেরামতি। ❑